প্রথম আলো

তারিখ 16 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ

দল ভারী করার শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে

প্রথম আলোয় সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের তথ্য : সরকারের সকল নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করেছে। নিয়োগপ্রাপ্তদের একটা অংশ জামায়াত ও বিএনপি সমর্থক শিক্ষকদের ছেলেমেয়ে বা আত্মীয়, যাদেরকে নিয়োগ দিতে গিয়ে প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করার ঘটনাও ঘটেছে।

এর আগে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি পদের বিপরীতে ২৬ জন নিয়োগ, তাদের মধ্যে ২৩ জন জামায়াত সমর্থক। তারপর সেখানকার ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা আন্দোলন শুরু করেন।

এগুলো বিরল কোনো খবর নয়। বরং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এ ধরনের অভিযোগ পত্রপত্রিকায় প্রায়শই প্রকাশিত হয়। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সর্বোচ্চ পদ থেকে শুরু করে ছোট-বড় প্রশাসনিক পদগুলোতে রাজনৈতিক কারণে যেমন পরিবর্তন ঘটে যায়, তেমনই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা কম-বেশি কাজ করে থাকে। বড়ই দুঃখজনক ব্যাপার যে, শিক্ষকের মতো পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ইত্যাদি জরুরি বিষয়গুলো আজ গৌণ হয়ে পড়েছে। মুখ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে তার রাজনৈতিক আনুগত্য, আত্মীয়তা ইত্যাদি। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর—সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আওয়ামী পন্থী লোক নিয়োগ করা হয়েছে। আর এখন জোট সরকারের আমলে বিএনপি ও জামায়াতের লোকদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এটা কেবল এই বা ওই সরকারের আমলের ব্যাপার নয়। গত প্রায় এক যুগ ধরে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সব সরকারের আমলেই শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনায় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। এই অশুভ প্রবণতার পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচলিত শিক্ষক রাজনীতির একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী প্রথম আলোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে কিছুদিন আগে মন্তব্য করেন, শিক্ষক রাজনীতিতে দল ভারী করার জন্য শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম করা হয়। ফলে শিক্ষকদের যোগ্যতা-দক্ষতার মান ভীষণভাবে নিম্নগামী হয়েছে। শিক্ষক পদে প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত প্রার্থীর অগ্রাধিকার আছে, তাই পছন্দের ছাত্র বা ছাত্রীকে প্রথম শ্রেণী দেওয়া হয়। অর্থাৎ শিক্ষক রাজনীতিতে দল ভারী করার প্রক্রিয়াটি অনেক দিন ধরেই চলে।

শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতি কমানো সম্ভব এবং তা অবশ্যই করা দরকার। তবে আমাদের মনে হয়, সমস্যার আরো গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের মধ্যে লাল-নীল-সাদা প্রভৃতি রঙে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়বৃত্তি করার প্রবণতা যত দিন থাকবে তত দিন দল ভারী করার প্রবণতাও সক্রিয় থাকবে। এবং তা করার জন্য নানা ধরনের কৌশল, কারসাজি চলতে থাকবে। খারাপ ছাত্রকে প্রথম শ্রেণী পাইয়ে দিয়ে শিক্ষক হিসেবে নেওয়ার চেষ্টাও চলতে থাকবে। তাই শিক্ষকদেরই প্রথমে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা-গবেষণার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে।

সেই সঙ্গে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে সেগুলোর তদন্ত করে যথাযথ আইনানুগ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং বিদ্যমান নিয়মকানুনের মধ্যে এসব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।